দ্বিতীয় অধ্যায়

⏭ ইবাদত

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ⏭

সুলতান মিয়া একজন কৃষক। সারাদিন তিনি মাঠেই কাজ করেন। নামাযের সময় হলে ৰেতের পাশে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেন। জুমার দিনে মসজিদে না গিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেন। তার প্রতিবেশী হারুন তাকে বলল, জুমার নামায জামাআত ব্যতীত আদায় হয় না। আমি মসজিদে যাচ্ছি। তুমিও আমার সাথে চলো। তখন সুলতান বলে, 'মসজিদ অনেক দূরে। কাজের ক্ষতি হবে বলেই ৰেতের পাশে যুহর নামায আদায় করছি।'

ক. 'জুমার সালাত' কোনদিন আদায় করতে হয়?

খ. মুসাফির বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. জুমার নামাযের ব্যাপারে সুলতান মিয়ার মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ.হারুন মিয়ার বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর

ক জুমার সালাত শুক্রবারের দিন যুহরের সময়ে আদায় করতে হয়।

খ 'মুসাফির' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকারী। কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নিয়তে কোনো ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুসাফির বলে। এমন ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কমপক্ষে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করা পর্যন্ত তার জন্য মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

গ জুমার নামাযের ব্যাপারে সুলতান মিয়ার মনোভাবে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে' যা ফিসক-এর শামিল। কেননা জুমার সালাত একাকী আদায় হয় না। এ সালাত মসজিদে আদায় করতে হয়। এর অস্বীকারকারী কাফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। জুমার সালাতের গুরবত্ব সম্পর্কে আলরাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আলরাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।' উদ্দীপকের সুলতান মিয়া একজন কৃষক। সারাদিন তিনি মাঠেই কাজ করেন। নামাযের সময় হলে ৰেতের পাশে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেন। জুমার দিনে মসজিদে না গিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেন। সুতরাং বলা যায়, জুমার সালাতের ব্যাপারে সুলতান মিয়ার অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে যা ফিসক এর শামিল।

ঘ হারবন মিয়ার বক্তব্য সঠিক ও যথাযথ। শুক্রবার যুহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় জুমার সালাত। জামে মসজিদে জুমার সালাত জামাআতে আদায় করা ফরয। আর এর অস্বীকারকারী কাফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআ'র ৯নং আয়াতে জুমার সালাতের গুরবত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবি (স.) এর হাদিসেও জুমার সালাতের গুরবত্ব ও ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। জুমার ফরযের জন্য জামাআত শর্ত রয়েছে। জামাআত ছাড়া জুমার সালাত হয় না। উদ্দীপকের হারবন মিয়া জুমার সালাতের প্রতি তার প্রতিবেশী সুলতান মিয়ার অবহেলা ও অনীহার প্রেৰিতে বলেন, 'জুমার নামায জামাআত ব্যতীত আদায় হয় না। আমি মসজিদে যাচ্ছি। তুমিও আমার সাথে চলো। সুতরাং হারবন মিয়ার বক্তব্য সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন- ২ ⏭

আসলাম ও আসগর সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। ২য় সাময়িক পরীক্ষার সময় রমযান মাস থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ভেবে আসলাম রোযা ছেড়ে দেয়। মাঝেমধ্যে সালাত আদায়েও সে গাফলতি করে। অন্যদিকে কষ্টকর হলেও আসগর নিয়মিত রোযা পালন করে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াক্ত হলেই নামায আদায় করে নেয়। পিতার সাথে মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় শেষে ভালো ফলাফলের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। আসগর আসলামকে নিয়মিত সালাত ও সাওম পালনের ব্যাপারে বললে আসলাম বলে, এই মুহূর্তে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই আমার নিকট মুখ্য। পরবর্তীতে আসগর তাদের ধর্মীয় শিক্ষককে আসলামের বক্তব্যটি জানালে তিনি বললেন, আসলাম, তোমার কথা দ্বারা ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা বুঝাচ্ছে, যা ইবাদতকে অস্বীকার করারই শামিল।

ক. ধৈর্যের বিনিময় কী?

খ. সাদাকাতুল ফিতর বলতে কী বুঝায়?

গ. আসলামের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ.আসগরের কাজের পরকালীন পরিণতি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

খ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দান করা হয় তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

গ উদ্দীপকের আসলামের মনোভাবে ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে যা ইবাদতকে অস্বীকার করারই শামিল। রমযানের রোযা পালন করা মুসলমানের ওপর ফরয। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। কেননা আলরাহ তাআলা বলেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।' সালাতও একটি ফরয ইবাদত। সালাত অস্বীকারকারী কাফির। মহানবি (স.) বলেছেন, 'মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা।' উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, ২য় সাময়িক পরীক্ষার সময় রমযান মাস থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ভেবে আসলাম রোযা ছেড়ে দেয়। মাঝেমধ্যে সালাত আদায়েও সে গাফলতি করে। সুতরাং আসলামের মনোভাবে ইবাদতের অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। যা ইবাদতকে অস্বীকার করারই শামিল।

ঘ উদ্দীপকের আসগরের কাজের পরকালীন পরিণতি হলো জান্নাত। কেননা রাসুল (স.) বলেন, 'জান্নাতের রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।' অন্যদিকে আলরাহ তাআলা নামায সম্পর্কে বলেছেন "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশরীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" উদ্দীপকে দেখা যায় যে, কষ্টকর হলেও আসগর নিয়মিত রোযা পালন করে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াক্ত হলেই নামায আদায় করে নেয়। পিতার সাথে মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদের নামাযও আদায় শেষে ভালো ফলাফলের জন্য আলাহর সাহায্য কামনা করে। সুতরাং উপরিউক্ত পর্যালোচনার আলোকে বলা যায়, নিয়মিত নামায আদায় ও সাওম পালনের কারণে আসগর পরকালে জান্নাত লাভ করবে।

প্রশ্ন– ১ ▸▸

আনোয়ার সাহেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি। আযান হলে তিনি মসজিদে যান এবং আলরাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয আদায় করেন। তাছাড়া তিনি ফরযের পাশাপাশি নফল ইবাদত করেও সময় কাটান। তার বন্ধু নাঈম সাহেব তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

ক. ইবাদত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জামাআতের সাথে নিয়মিত সালাত আদায় করতে হয় কেন? ২

গ. আনোয়ার সাহেবের আদায়কৃত ইবাদত কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.বন্ধু নাঈমের প্রশ্নে আনোয়ার সাহেবের উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইবাদত শব্দের অর্থ দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগি ইত্যাদি।

খ একাকী আদায় করার চেয়ে জামাআতের সালাতে ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। নিয়মিত জামাআতে সালাত নেতার আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। নিয়মিত জামাআতে সালাত আদায় করলে পারস্পরিক সহানুভূতি, সমতাবোধ ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। এজন্য জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে হয়।

গ আনোয়ার সাহেবের আদায়কৃত ইবাদত হলো সালাত। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ইবাদত। আলরাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আলরাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ইমামের ইমামতিতে জামাআতে আদায় করতে হয়। এর বাইরে কতগুলো সালাত একাকী আদায় করতে হয়। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, ধার্মিক আনোয়ার সাহেব আযান হলে মসজিদে যান এবং আলরাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয তথা সালাত আদায় করেন। তাছাড়া তিনি নফল ইবাদত করেও সময় কাটান। সুতরাং আনোয়ার সাহেবের আদায়কৃত ইবাদত হলো সালাত।

ঘ 'জামাআতে সালাত আদায় করলে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়'– বন্ধু নাঈমের প্রশ্নে আনোয়ার সাহেবের এ উক্তিটির সাথে আমি একমত পোষণ করি। জামাআতে সালাত আদায় করার জন্য একজন ইমামের পিছনে একত্রিত হতে হয়। এখানে রাজা–প্রজা, উঁচু–নিচুর প্রভেদ থাকে না। সবাই মানুষ, একই অবস্থায় সবাইকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে, সবার গন্তব্যই এক– এই শিৰা যখন মানুষ গ্রহণ করে তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব ও ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে সাম্য ও সমতাবোধ তৈরি হয়। প্রতিদিন পাঁচবার দেখা–সাৰাতে পরস্পর পরস্পরের খোঁজখবর নিতে পারে। সুতরাং, জামাআতে সালাতের দ্বারা নিঃসন্দেহে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় ও মজবুত হয়।

প্রশ্ন– ২ ▸▸

কামাল ও ফাহিম দুই বন্ধু। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিনে সালাত আদায়ের জন্য কামাল প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। কামাল ফাহিমকেও এ সালাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলল। আর বলল, এ সালাত আদায় করা ফরয। অথচ ফাহিম তা অস্বীকার করে।

ক. মুসাফির অর্থ কী? ১

খ. রবগ্‌ণ ব্যক্তির সালাত কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকের কামাল তার বন্ধুকে কোন সালাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উক্ত সালাত অস্বীকার করার ফলে ফাহিমের পরিণতি কী হবে? বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসাফির অর্থ ভ্রমণকারী।

খ রোগী বা অৰম ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে রবগ্‌ণ ব্যক্তির সালাত বলে। রবগণ ব্যক্তিকে হুঁশ থাকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই সালাত আদায় করতে হবে।

গ উদ্দীপকের কামাল তার বন্ধু ফাহিমকে জুমার সালাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিল। কেননা, এ সালাত সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন অর্থাৎ শুক্রবারে যুহরের সালাতের পরিবর্তে জামাআতে আদায় করা হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ন্যায় এ সালাত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম পুরবষের ওপর ফরয। আলরাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আলরাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়–বিক্রয় ত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়। যদি তোমরা উপলব্ধি কর।' উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, কামাল ও ফাহিম

দুই বন্ধু। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিনে সালাত আদায়ের জন্য কামাল প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। কামাল ফাহিমকেও এ সালাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলল। আর বলল, এ সালাত আদায় করা ফরয। সুতরাং উদ্দীপকের কামাল তার বন্ধু ফাহিমকে জুমার সালাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিল।

ঘ উক্ত সালাত তথা জুমার সালাত অস্বীকার করার ফলে ফাহিমের পরিণতি হবে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। কেননা, জুমার সালাত আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম পুরবষের ওপর ফরয। ইসলামের দৃষ্টিতে ফরয অস্বীকারকারী কাফির। আর কাফিরদের জন্য আলৱাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্থান জাহান্নাম। তাছাড়া মহানবি (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পর পর তিন জুমা ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার দিলকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয়।' উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, কামাল ফাহিমকে জুমার সালাতের জন্য প্রস্তুত হতে বলল। অথচ ফাহিম তা অস্বীকার করে। সুতরাং বলা যায়, জুমার সালাত অস্বীকার করার কারণে ফাহিমের পরিণতি হবে ভয়াবহ জাহান্নাম।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸

আজ শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। আনন্দ উৎসবে মুখরিত রাহেলা বেগমের পরিবার। সকাল থেকে তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিলাতে শুরব করেছেন। আজ তার সন্তানরা ভালোভাবে আনন্দ উৎসব পালন করছে দেখে তার খুব ভালো লাগছে। মহান আলৱাহর কাছে এজন্য তিনি শুকরিয়া আদায় করলেন।

ক. কুরবানির গোশত কয় ভাগে ভাগ করতে হয়? ১

খ. প্রতি বছর পশু কুরবানি করতে হয় কেন? ২

গ. রাহেলা বেগমের পরিবার কোন উৎসবটি পালন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.ইসলামে উক্ত ৎসবটির গুরবত্ব অপরিসীম। বিশেরষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করতে হয়।

খ আলৱাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) আলৱাহর ইঙ্গিতে তাঁর প্রিয়পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) কে আলৱাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসমাঈলের পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়। এ স্মৃতি রৰার্থে মুসলমানগণকে প্রতি বছর যিলহজের দশম তারিখে পশু কুরবানি করতে হয়।

গ রাহেলা বেগমের পরিবার ঈদুল ফিতরের উৎসবটি পালন করেছে। ঈদুল ফিতর অর্থ সাওম বা রোযা ভাঙ্গের আনন্দ। সুদীর্ঘ একটি মাস আলৱাহর নির্দেশ মতো রোযা পালনের পর বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এ দিনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দ–উৎসব করে বলে একে ঈদুল ফিতর বলা হয়। রমযানের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ এ উৎসব পালন করেন। উদ্দীপক পাঠেও আমরা জানতে পাই যে, আজ শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। আনন্দ উৎসবে মুখরিত রাহেলা বেগমের পরিবার। সকাল থেকে তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিলাতে শুরব করেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাহেলা বেগমের পরিবার ঈদুল ফিতরের উৎসবটি পালন করছে।

ঘ রাহেলা বেগমের পরিবারের উৎসবটির তথা ঈদুল ফিতরের গুরবত্ব ইসলামে অপরিসীম বলে আমি মনে করি। কেননা, ঈদুল ফিতরের দিনে সকল মুসলমান আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সকলের খোঁজখবর নেন। সাধ্যমতো তাদের বাসায় পিঠা, পায়েস, সেমাই ইত্যাদি খাবার পাঠান। গরিব-দুঃখীদের মাঝে সাদকাতুল ফিতর বিতরণ করা হয়। ফলে ধনী, গরিব, মিসকিন সকল মুসলমান একসাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করেন। এতে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, রাহেলা বেগম সকাল থেকে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিলাতে শুরব করেছেন। আর ভালোভাবে ঈদের আনন্দ উৎসব পালন করতে পারছেন বলে তিনি আলৱাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাহেলা বেগমের পরিবারে যে উৎসবটি পালিত হয়েছে ইসলামে তার গুরবত্ব অপরিসীম বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸

মোস্তফা কামাল চার তাকবির বিশিষ্ট এমন এক নামায আদায় করলেন, যাতে রবকু–সিজদাহ নেই।

ক. মুসাফির শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আমরা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করব কেন? ২

গ. মোস্তফা কামালের আদায়কৃত নামাযটি কোন নামাযের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.মোস্তফা কামালের আদায়কৃত নামাযের গুরবত্ব ও তাৎপর্য বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসাফির শব্দের অর্থ ভ্রমণকারী।

খ তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের মাধ্যমে আলৱাহর নৈকট্য ও রহমত লাভ করা যায়। নবি করিম (স.) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবিগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। এজন্য আমরা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করব।

গ মোস্তফা কামালের আদায়কৃত নামাযটি জানাযার নামায। মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবির বিশিষ্ট যে নামায আদায় করা হয়, তাকে জানাযার নামায বলে। এ নামাযে রবকু–সিজদাহ নেই। জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। এলাকার কিছু সংখ্যক লোক এ নামায আদায় করলে সবার পৰ থেকে আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে এলাকার সকলেই গোনাহগার হবে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, মোস্তফা কামাল চার তাকবির বিশিষ্ট এমন এক নামায আদায় করলেন, যাতে রবকু–সিজদাহ নেই। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মোস্তফা কামালের আদায়কৃত নামাযটি হলো জানাযার নামায।

ঘ মোস্তফা কামালের আদায়কৃত জানাযার নামাযের গুরবত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। মৃত ব্যক্তির প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে, যথা : মৃতকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, জানাযার নামায আদায় করা, সবশেষে তাকে কবরস্থ করা ইত্যাদি। মূলত জানাযার নামায আদায় করা হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। যত বেশি লোক একত্রিত হয়ে দোয়া করবে ততই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই জানাযার নামাযে লোকসংখ্যা যত বেশি হবে, ততই ভালো। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করবে, তার জন্য এক

কিরাত (সাওয়াব) এবং যে ব্যক্তি দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে, তার জন্য দুই কিরাত (সাওয়াব)'। এক কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, মোস্তফা কামালের আদায়কৃত জানাযার নামাযের গুরবত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸

গভির রাতে জাহিদুরের ঘুম ভেঙ্গে যায় সে দেখে তার বাবা নামায আদায় করছেন। তারপর মুনাজাতে আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে প্রার্থনা করছেন। সকালে জাহিদ তার বাবাকে রাতের নামায প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, তার বাবা বললেন, এটি একটি ফযিলতপূর্ণ নফল নামায।

ক. তারাবিহ সালাত কত রাকআত? ১

খ. তারাবিহের সালাত আদায় করা উচিত কেন? ২

গ. জাহিদুরের বাবা রাতের শেষার্ধে কোন নামায আদায় করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.'এটি একটি ফযিলতপূর্ণ নফল নামায'– উক্তিটি বিশেরষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তারাবিহ সালাত মোট বিশ রাকআত।

খ তারাবিহের সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। নবি করিম (স.) এ সালাত আদায় করেছেন এবং সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তারাবিহের সালাত আদায় করলে আলাহ সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। এজন্য তারাবিহের সালাত আদায় করা উচিত।

গ জাহিদুরের বাবা রাতের শেষার্ধে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন। মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে ওঠে যে নামায আদায় করতে হয় সেটাই তাহাজ্জুদের নামায। এ নামায আদায় করা সুন্নাত। নবি করিম (স.) প্রতিনিয়ত এ নামায আদায় করতেন এবং সাহাবিগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। উদ্দীপকের জাহিদুর দেখে তার বাবা রাতে নামায আদায় করছেন। অর্থাৎ জাহিদুর রহমানের বাবা রাতের শেষার্ধে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেন।

ঘ 'এটি একটি ফযিলতপূর্ণ নফল নামায।'– অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায অত্যন্ত ফজিলত পূর্ণ নামায। মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে ওঠে যে নামায আদায় করতে হয়, তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলে। এ নামায আদায় করা সুন্নাত। কিন্তু গুরবত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। আলরাহ তাআলা এ সালাত আদায়কারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককের আশায় ও ভয়ে ভয়ে ডাকে এবং তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকার্যের পুরস্কারস্বরূ প। উদ্দীপকের জাহিদুর তার বাবাকে রাতের নামায প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, তার বাবা বললেন, তাহাজ্জুদ একটি ফযিলতপূর্ণ নফল নামায। মহানবি (স.) বলেন, 'ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো তাহাজ্জুদের সালাত।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸

ইশরাত নিয়মিত সালাত আদায় করেন। ইদানীং তিনি ফজর ও মাগরিবের পরে কিছু নফল সালাত আদায় করেন। এতে তার চরিত্রে নৈতিকতা পরিলৰিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন– আদর্শ মানুষ হতে হলে সালাতের নৈতিক শিৰা অপরিহার্য।

ক. তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ইবাদত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ইশরাতের আদায়কৃত নফল সালাত বলতে কোন সালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.আদর্শ মানুষ হতে হলে উক্ত ইবাদতের মাধ্যমে নৈতিক শিৰা অর্জন অপরিহার্য–বিশেরষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'তাহাজ্জুদ' শব্দের অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে ওঠা।

খ ইবাদত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব, বন্দেগি, আনুগত্য ইত্যাদি। আলরাহ প্রদত্ত ও রাসুলুলরাহ (স.) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালনা করাকেই ইবাদত বলে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি ইবাদতের অংশ।

গ ইশরাতের আদায়কৃত নফল সালাত বলতে ইশরাক ও আওয়াবিনের সালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফযরের নামাযের পর সূর্য সম্পূর্ণরূ পে ওঠে গেলে ইশরাকের সালাত আদায় করতে হয়। ইশরাকের সালাত সুন্নাতে যায়িদা বা নফল। অন্যদিকে, আওয়াবিনের সালাত মাগরিবের ফরয ও দুই রাকআত সুন্নাতের পর থেকে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। এ সালাতেও রয়েছে অনেক সাওয়াব। উদ্দীপরে ইশরাত ফজর ও মাগরিবের পরে নফল সালাত আদায় করেন। যা ইশরাক ও আওয়াবিনের সালাত নামে পরিচিত।

ঘ আদর্শ মানুষ হতে হলে উক্ত ইবাদতের মাধ্যমে নৈতিক শিৰা অর্জন অপরিহার্য। সালাত মানুষকে সকল পাপাচার, অশরীলতা ও দুনিয়ার ৰণস্থায়ী ভোগ–বিলাসের অন্ধমোহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। মহান আলরাহ বলেন :

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط

অর্থ : 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশরীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' সালাত এক বড় নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রকৃত সালাত আদায়কারী মসজিদ বা ঘরের বাইরে কোলাহল এবং দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ শয়তানি প্রলোভন হতে রৰা পায় এবং পুণ্যের পথে ফিরে আসে। প্রত্যেক মুসলমান যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, তাহলে অবশ্যই তাদের নৈতিকতার উন্নতি হবে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, ইশরাত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পাশাপাশি অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করেন। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আদর্শ মানুষ হতে হলে সালাতের নৈতিক শিৰা অপরিহার্য। তাই বলা যায়, আদর্শ মানুষ হতে হলে সালাতের নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য– ইশরাতের এ বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸

ঈদের ছুটিতে নোমান তার মামা বাড়িতে গেল। তার মামাতো ভাই আহসান এবার অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার্থী। পড়ালেখার ক্ষতি হবে ভেবে সে রমযানের রোযা পালন করছে না। তখন নোমান বলল, ভাইয়া তুমি রোযা পালন করছো না কেন? রোযা তো একটি ফরয ইবাদত। সে আরও বলল, আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেছেন, 'সাওম আমারই জন্য, আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।' এরপরও আহসান রোযা পালন করল না।

ক. রোযা কত প্রকার? ১

খ. সাদাকাতুল ফিতর বলতে কী বোঝ? ২

গ. আহসানের কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে কীসের শামিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসটি বিশেৱষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রোযা ছয় প্রকার।

খ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে রোযার ত্রবটি–বিচ্যুতি সংশোধন ও আলৱাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব–দুঃখিদের মাঝে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ–সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

গ আহসানের কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরির শামিল। কারণ রমযান মাসের রোযা পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। এ প্রসঙ্গে মহান আলৱাহ বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো। যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" আর ইসলামের মৌলিক ও ফরয ইবাদত যেমন : সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি অস্বীকার করা কুফর। উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, তার মামাতো ভাই আহসান এবার অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার্থী। পড়ালেখার ক্ষতি হবে ভেবে সে রমযানের রোযা পালন করছে না। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আহসানের কর্মকান্ড কুফরির শামিল।

ঘ 'সাওম আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব'– উদ্দীপকে উলিৱখিত হাদিসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাওম একটি ফযিলতপূর্ণ ফরয ইবাদত। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ে বান্দা কিছুই গ্রহণ করে না। কেননা সে জানে ও বিশ্বাস করে যে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন, সব কিছু জানেন। তাঁকে ফাঁকি দেয়া যায় না। প্রকৃতপৰে রোযাদার একমাত্র আলৱাহর ভয়ে পানাহার ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে বলে আল্লাহ এর প্রতিদান নিজ হাতে দিবেন। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেছেন, 'সাওম আমারই জন্য, আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।' সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, "সাওম আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব"– উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸

জনাব জামান নিয়মিত সাওম পালন করেন। একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবেও তিনি পরিচিত। তার স্ত্রী আসমা বেগম তাকে রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করার কথা বলেন। সময়ের অভাবে তার পক্ষে মসজিদে অবস্থান করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। এতে তার স্ত্রী তাকে বলেন, তোমার এ আমলটি করা উচিত। কেননা এ আমল তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে।

ক. সাওম শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সাহ্‌রি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব জামান ও তার স্ত্রী আসমা বেগমের আলোচনায় কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ.'এ আমল তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে'– উক্তিটির তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা।

খ 'সাহ্‌রি আরবি শব্দ। যা সাহারবন শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ ভোর, প্রভাত ইত্যাদি। রমযান মাসে রোযা পালনের উদ্দেশ্যে সুবহি সাদিকের পূর্বে যে খাবার খাওয়া হয়, তাকে সাহ্‌রি বলে। সাহ্‌রি খাওয়া সুন্নাত।

গ জনাব জামান ও তার স্ত্রী আসমা বেগমের আলোচনায় ইতিকাফের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কদায়ে কিফায়া। এটি অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ আমল। উদ্দীপকের জনাব জামান নিয়মিত সাওম পালন করেন। একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবেও তিনি পরিচিত। তার স্ত্রী তাকে রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে অবস্থান করার কথা বলেন। সময়ের অভাবে তার পক্ষে মসজিদে অবস্থান করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। এতে তার স্ত্রী তাকে বলেন, তোমার এ আমলটি করা উচিত। কেননা 'এ আমল তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে।' সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার শেষে এটাই বলা যায় যে, জনাব জামান ও তার স্ত্রী আসমা বেগমের পারস্পরিক আলোচনায় ইতিকাফের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ 'এ আমল তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে'– উদ্দীপকে উলিৱখিত উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিকাফে নিজের সত্তাকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে আটকে রাখা হয় এবং নিজকে মসজিদ থেকে বের হওয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। কাঙ্ক্ষিত সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইতিকাফকারী ব্যক্তিকে যেকোনো পাপ কাজ তো বটেই, সাংসারিক কর্মকান্ড, বৈধ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি এমনকি বৈধ কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকতে হয়। গুনাহ বর্জন ও পুণ্য অর্জনের এই জিহাদে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় গভীরভাবে রেখাপাত করে। এর ফলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ইতিকাফকারীর জন্য সহজ হয়ে যায়। জনাব জামানকে তার স্ত্রী বলেন, 'তোমার ইতিকাফ করা উচিত। কেননা এ আমল তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে।'

প্রশ্ন– ৯ ▸▸

তামীম ও শামীম দুই ভাই জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়। ইমাম সাহেব তার খুতবার এক পর্যায়ে বলেন, আরবি বছরের একটি মাসে দিনের বেলায় সাধারণত মুসলমানরা পানাহার থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে তারা নৈতিকতারও বিশেষ উন্নয়ন ঘটায়। এটি একটি ফরয ইবাদতও বটে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে এর সংযম শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে। অতঃপর সেদিনের মতো ইমাম সাহেব খুতবা শেষ করেন।

ক. আশুরা ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা কী? ১

খ. আমরা রমযান মাসের রোযা পালন করব কেন? ২

গ. ইমাম সাহেবের খুতবার আলোচিত বিষয়টি কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে এর সংযম শিৰা বিশেষ ভূমিকা রাখে'– বক্তব্যটি বিশেৱষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আশুরা ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা সুন্নাত।

খ রমযান মাসের রোযা পালন করা মুসলমানদের ওপর ফরয। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। রোযা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। হাদিসে কুদসিতে আলৱাহ বলেন, 'রোযা কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' রোযা একটি ফযিলতপূর্ণ ইবাদত। তাই আমরা রমযান মাসের রোযা পালন করব।

গ ইমাম সাহেবের খুতবার আলোচিত বিষয়টি হলো রমযানের রোযা। বোঝা একটি ফযিলতপূর্ণ ফরয ইবাদত। সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাই সাওম বা রোযা। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, ইমাম সাহেব বলেন বছরের একটি আরবি মাস আছে যাতে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। সুতরাং বলা যায়, ইমাম সাহেবের খুতবার আলোচিত বিষয়টি হলো রমযানের রোযা।

ঘ 'মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে এর সংযম শিৰা বিশেষ ভূমিকা রাখে'– প্রশ্নে উলিৱখিত বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনের সর্ববেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। রমযানের রোযা এই অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্ণ এক মাস এই সংযম মেনে চলার প্রশিৰণ তাকে গোটা বছর সংযমী হয়ে চলতে সাহায্য করে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, ইমাম সাহেব বলেন বছরের একটি আরবি মাস আছে যাতে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। এই পানাহারের মাধ্যমে একদিকে আলৱাহর ফরয পালিত হয় অন্যদিকে নৈতিকতা শিৰা করা যায়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রমযানের সংযম শিৰা বিশেষ ভূমিকা রাখে।' উক্তিটি যথার্থ।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ১০ নামায

বিকেলে আফসার বন্ধুদের সাথে খেলছিল। মাগরিবের আযান শুনতে পেয়ে সে বন্ধুদের বলল, চল মানায পড়তে যাই। সবাই মসজিদে গেলেও ফারবক গেল না।

ক. 'সাওম' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সাদাকাতুল ফিতর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফারবককে নামায পড়ার জন্য বন্ধুরা কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারবকের বন্ধুদের সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়।–মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাওম অর্থ বিরত থাকা।

খ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের পূর্বে সাওমের ত্রবটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও আলৱাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

X-clusive লিংক : *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ সালাত সম্পর্কে বর্ণনা কর।

ঘ সালাতের গুরবত্ব ও ফজিলত বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ১১

ফারবক সাহেব নিয়মিত সালাত ও রমযান মাসের রোযা রাখেন। কিন্তু তারাবিহের সালাত আদায়ের ব্যাপারে অনেকটা শিথিল। তবে আগামী রমযান মাসে তারাবিহের সালাত আদায়ের জন্য ইমাম সাহেবের নিটক থেকে নিয়ম-কানুন শিখে নেন।

ক. তারাবিহের সালাত আদায় করা কী? ১

খ. তারাবিহের সালাত বলতে কী বোঝ? ২

গ. ফারবক সাহেবকে শেখানো নিয়ম–কানুন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত নিয়মকানুন সংবলিত সালাতের গুরবত্ব ও ফযিলত আলোচনা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তারাবিহের সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

খ রমযান মাসে ইশার সালাতের পর বিতরের পূর্বে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবিহের সালাত বলে। তারাবিহের সালাাত জামাআতে আদায় করা সুন্নাত। এ সালাত মোট বিশ রাকআত।

***X-clusive* লিংক :** *প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ তারাবিহ নামাযের নিয়ম-কানুন বর্ণনা কর।

ঘ তারাবিহ নামাযের গুরবত্ব ও ফজিলত বিশেরষণ কর।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ইবাদত অর্থ কী?

উত্তর : ইবাদত শব্দের আভিধানিক অর্থ দাসত্ব, উপাসনা, বন্দেগি, আনুগত্য ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মুসাফির কাকে বলে?

উত্তর : যে ব্যক্তি কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নিয়ত করে বাড়ি থেকে বের হয় তাকে মুসাফির বলে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ঈদ অর্থ কী?

উত্তর : ঈদ অর্থ আনন্দ, উৎসব।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ জানাযার সালাত কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবিরসহ যে সালাত আদায় করা হয় তাকে জানাযার সালাত বলে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সাওম কাকে বলে?

উত্তর : সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওয়াবের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সালাতের সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা কর।

উত্তর : জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সামাজিক শিৰা অনেক। এক ইমামের পিছনে সালাত আদায় অর্থ নেতাকে অনুসরণ বোঝায়। জামাআতে সালাত আদায়ের ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। রাজা–প্রজা, ধনী–গরিব, ছোট–বড়, শিৰিত–অশিৰিত একই সারিতে দাঁড়ায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সাদাকাতুল ফিতর এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর আমরা পবিত্র রমযান মাসে সাওম পালন করি। এসব দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। সাওম পালনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তার ক্ষতিপূরণের জন্য শরিয়তে রমযানের শেষে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। সাদকায়ে ফিতর পেলে গরিব, অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে শরিক হতে পারে। ধনী–গরিবের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে ওঠে। ব্যবধান কমে আসে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ ১ : সালাত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **ইবাদত শব্দের অর্থ কী?** (জ্ঞান)
● দাসত্ব ⓑ বান্দা ⓒ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ⓓ হুকুম

২. **'জামাআত' অর্থ কী?** (জ্ঞান)
● একত্রিত হওয়া ⓑ সমাজ ⓒ নামায ⓓ আনুগত্য

৩. **জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে কতগুণ সাওয়াব বেশি হয়?** [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
ⓐ সাতশত গুণ ● সাতাশ গুণ ⓒ সাত হাজার গুণ ⓓ সাত লক্ষ গুণ

৪. **হাদিসে কোন ইবাদতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে?** (জ্ঞান)
ⓐ রোযা ⓑ হজ ● সালাত ⓓ যাকাত

৫. **মুমিন বান্দা ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণায়ক কোনটি?** (জ্ঞান)
ⓐ যাকাত ● সালাত ⓒ রোযা ⓓ হজ

৬. **আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম কোনটি?** (জ্ঞান)
ⓐ রোযা ● সালাত ⓒ হজ ⓓ কুরবানি

৭. **"তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর"। অনূদিত আয়াতটি কোন সূরার?** (জ্ঞান)
● সূরা বাকারার ⓑ সূরা ইমরানের ⓒ সূরা আনআমের ⓓ সূরা আনফালের

৮. **ইমাম অর্থ কী?** (জ্ঞান)
ⓐ যোগ্য ব্যক্তি ● নেতা ⓒ পরহেজগার ⓓ চরিত্রবান

৯. **প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে কেন?** (অনুধাবন)
ⓐ জামাআত ছাড়া সালাত আদায় সম্ভব না বলে
● আলরাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও অধিক সাওয়াব পাওয়ার জন্য
ⓒ জামাআতে সালাত আদায় ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না বলে
ⓓ একাকী সালাত আদায় করলে সালাত কবুল হয় না বলে

১০. **'তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর'– এ কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা কী বুঝিয়েছেন?** (অনুধাবন)
ⓐ মানুষের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা ● জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করা
ⓒ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ⓓ নেতার আনুগত্য করা

১১. **সাকিব ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে ইমামকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে। ইসলামের দৃষ্টিতে সাকিবকে কী বলা হবে?** (প্রয়োগ)
ⓐ মাসবুক ⓑ মুকীম ● মুক্তাদি ⓓ মুহসিন

১২. **জনাব মান্নান প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন?** (উচ্চতর দৰতা)
ⓐ সামাজিক মর্যাদা ⓑ প্রচুর ধন–সম্পদ
● অধিক সাওয়াব ⓓ পারিবারিক শান্তি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩. সালাত একজন মানুষকে— [এ কে স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে ii. মিরাজে যেতে সাহায্য করে
iii. আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ● i ও iii

১৪. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ নূরপুর জামে মসজিদে প্রতি শুক্রবার খুতবা পাঠ করেন এবং প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পরিচালনা করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি একজন—
i. মুত্তাকী ii. মুক্তাদি iii. ইমাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● iii ঘ i ও iii

১৫. জনাব শফি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন— (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহ পাকের সন্তুষ্টি ii. পারিবারিক শান্তি
iii. অধিক সাওয়াব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
যুহর নামাযের আযান হলে মারৱফ তার বন্ধু মুরাদকে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে ডাকল। কিন্তু মুরাদ তার ডাকে সাড়া দিল না।

১৬. মুরাদ কোনটি অগ্রাহ্য করল? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক বিধান খ বন্ধুত্বের দাবি
● আলৱাহর বিধান ঘ রাসুলের (স.) বিধান

১৭. এরূপ কাজের ফলে মুরাদ বঞ্চিত হবে— (উচ্চতর দৰতা)
i. আলৱাহর সন্তুষ্টি থেকে ii. অধিক সাওয়াব থেকে
iii. বন্ধুর অসন্তুষ্টি থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ২ : বিভিন্ন প্রকার সালাত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮. 'মুসাফির' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মেহমান ● ভ্রমণকারী গ অবস্থানকারী ঘ আগমন

১৯. জুমার সালাত আদায় করা কী? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল]
ক ওয়াজিব খ মুস্তাহাব গ সুন্নাত ● ফরয

২০. জুমার খুতবা শোনা কী? (জ্ঞান)
● ওয়াজিব খ ফরয গ সুন্নাত ঘ মুস্তাহাব

২১. "মুসাফির' শব্দটি কোন ভাষার? (জ্ঞান)
● আরবি খ ফার্সি গ উর্দু ঘ হিন্দি

২২. কোন সালাতের পরিবর্তে জুমার সালাত আদায় করতে হয়? (জ্ঞান)
ক আসর ● যুহর গ ইশরাক ঘ ফজর

২৩. হাদিসে মুসাফিরের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে কী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে? (জ্ঞান)
● সাদাকা হিসেবে | নেয়ামত হিসেবে | অনুদান হিসেবে | অনুগ্রহ হিসেবে

২৪. জুমার সালাত অস্বীকারকারীকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক মুনাফিক খ ফাসিক ● কাফির ঘ মুসলিম

২৫. অবহেলাবশত জুমার সালাত পরিত্যাগকারী কী? (জ্ঞান)
● ফাসিক খ কাফির গ মুনাফিক ঘ মুশরিক

২৬. যে ব্যক্তি নামাযে এক বা একাধিক রাকআত শেষ হওয়ার পর ইমামের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করে তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● মাসবুক খ লাহেক গ মোদরেক ঘ মানদুব

২৭. কাউকে মুসাফির বলা হয় কমপক্ষে কত মাইল দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার নিয়ত করলে? (প্রয়োগ) (জ্ঞান)
ক ৪৫ খ ৪৬ গ ৪৭ ● ৪৮

২৮. মুসাফির অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার ওপর সালাত সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি প্রদান করেছেন কেন? (অনুধাবন)
ক মুসাফিরের সম্মান রৰার্থে খ মুসাফির ব্যক্তির প্রতি খুশি হয়ে
● সফর একটি কষ্টকর বিষয় বলে ঘ সফরে অনেক অর্থ ব্যয় হয় বলে

২৯. মনির জুমার নামাযের সময় দোকান খোলা রেখে ক্রয়-বিক্রয় করে। তার এ কাজটি কোন বিধানের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক বিধান খ ব্যবসায়িক বিধান
● আলৱাহর বিধান ঘ রাসুলগণের বিধান

৩০. জাফর শুক্রবারে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে জুমার সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে। এরূপ কাজের ফলে আল্লাহ তাকে কী দিবেন? (উচ্চতর দৰতা)
ক সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন খ সকল কবিরা গুনাহ মাফ করবেন
● সকল সগিরা গুনাহ মাফ করবেন ঘ বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১. মাসবুকের সালাত বলা হয়— (অনুধাবন)
i. যে ব্যক্তির এক রাকআত সালাত ছুটে যায়
ii. যে ব্যক্তির দুই রাকআত সালাত ছুটে যায়
iii. যে ব্যক্তির তাকবিরে তাহরিমা ছুটে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

৩২. মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে— (অনুধাবন)
i. সফরের নিয়তে ৪৮ মাইল দূরত্বে গেলে
ii. পনেরো দিনের কম থাকার নিয়ত করলে
iii. কমপক্ষে ৩ মাস থাকবে নিয়ত করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. পরপর তিন জুমা ত্যাগকারীর ব্যাপারে হাদিসের বাণী— (অনুধাবন)
i. সে কাফিরে পরিণত হয়ে যায় ii. তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়
iii. তার অন্তর মুনাফিকের অন্তরে পরিণত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ● ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আবুল মিয়া একজন কৃষক। জুমার দিনে মসজিদে না গিয়ে যুহর সালাত আদায় করে। কেউ তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে মসজিদে গেলে কাজের ৰতি হবে ভেবেই যুহর আদায় করছি।

৩৪. ইসলামের দৃষ্টিতে আবুল মিয়া কী হিসেবে পরিগণিত হবে? (প্রয়োগ)
ক কাফির খ মুনাফিক ● ফাসিক ঘ জালিম

৩৫. এর ফলে পরকালে আবুল মিয়া– (উচ্চতর দৰতা)
i. শাস্তি পাবে ii. জান্নাত লাভ করবে iii. মোহর মারা হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i খ ii গ iii ঘ ii ও iii

➲ পাঠ ৩ : ঈদের সালাত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৬. ঈদ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক মহামিলন ● আনন্দ গ কল্যাণ ঘ ভালোবাসা

৩৭. ঈদের সালাত আদায় করা কী? (জ্ঞান)
ক ফরয ● ওয়াজিব গ সুন্নাত ঘ নফল

৩৮. ঈদের সালাতে কয়টি তাকবির বলতে হয়? (জ্ঞান)
ক পাঁচ ● ছয় গ সাত ঘ আট

৩৯. ফিতর শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক উৎসব খ দান ● রোযা ভঙ্গ করা ঘ স্বভাব

৪০. ঈদুল ফিতর পালিত হয় কখন? (জ্ঞান)
ক রোযার প্রথম দিন খ জিলকদের ১ তারিখ
গ শাবানের শেষ দিন ● শাওয়ালের প্রথম দিন

৪১. সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা কী? (জ্ঞান)
ক ফরয ● ওয়াজিব গ সুন্নাত ঘ মুস্তাহাব

৪২. কার স্মৃতি রক্ষার্থে কুরবানির ঈদ পালন করা হয়? (জ্ঞান)
● ইবরাহিম (আ.)–এর খ ইসমাঈল (আ.)–এর
গ আদম (আ.)–এর ঘ মুসা (আ.)–এর

৪৩. এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা কী? (জ্ঞান)
ক ফরয খ ওয়াজিব ● সুন্নাত ঘ নফল

৪৪. কুরবানি কোন মাসের কত তারিখে করতে হয়? (জ্ঞান)
● যিলহজ মাসের ১০ তারিখ খ যিলহজ মাসের ১১ তারিখ
গ যিলহজ মাসের ১২ তারিখ ঘ যিলহজ মাসের ১৩ তারিখ

৪৫. সাদাকাতুল ফিতর বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
একত্রিত হয়ে ঈদগাহ ময়দানে যাওয়া খ মালের যাকাত প্রদান করা
● নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দরিদ্রকে দান করা ঘ মিসকিনকে খাদ্য দেওয়া

৪৬. ঈদুল আযহার দিনে আমরা পশু কুরবানি করি কেন? (অনুধাবন)
ক হযরত ইবরাহিম (আ.)–এর সন্তুষ্টির জন্য
খ হযরত ইসমাঈল (আ.)–এর সন্তুষ্টির জন্য
গ হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর সন্তুষ্টির জন্য
● আলরাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য

৪৭. কাজল মিয়া আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও ঈদুল আযহায় পশু কুরবানি করে না। তার এ কাজটি কোন বিধানের পরিপন্থী? (প্রয়োগ)
● আলরাহর বিধানের খ সামাজিক বিধানের
গ রাষ্ট্রীয় বিধানের ঘ ঈসমাঈল (আ.)–এর বিধানের

৪৮. জনাব জলিল প্রতি বছর ঈদুল আযহার দিনে পশু কুরবানি করে থাকেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)
ক প্রচুর ধন–সম্পদ খ সামাজিক মর্যাদা ● আলরাহর সন্তুষ্টি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৯. ঈদের দিনে সুন্নাত কাজ হলো– (অনুধাবন)
i. গোসল করা ii. পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা iii. ফিতরা দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫০. কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহ কবুল করেন– (অনুধাবন)
i. কুরবানির পশুর রক্ত ও মাংস ii. মানুষের ইমান ও তাকওয়া
iii. মানুষের বংশমর্যাদা ও আভিজাত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ● ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৫১. ঈদুল আযহার ওয়াজিব কাজ হলো– (প্রয়োগ)
i. গরিবদের মাঝে গোশত বিতরণ করা ii. দুই রাকআত সালাত আদায় করা
iii. কুরবানি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
রাজামিয়া প্রায়ই পশু জবাই করে এলাকাবাসীকে খাওয়ান। কিন্তু কুরবানি দেন না। তিনি বলেন, কুরবানি আবার কী? তা না দিলেও হয়।

৫২. ইসলামের দৃষ্টিতে রাজামিয়া কী হিসেবে পরিগণিত হবে? (প্রয়োগ)
● কাফির খ মুনাফিক গ মুমিন ঘ মুসলিম

৫৩. এরূপ মনোভাবের ফলে রাজা মিয়া – (উচ্চতর দৰতা)
i. আলরাহর অসন্তুষ্টি লাভ করবেন ii. এলাকায় তার দুর্নাম হবে
iii. অশেষ পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ৪ : সালাতুল জানাযা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. জানাযার সালাত কেউ আদায় না করলে এলাকার সবাই কী হবে? (জ্ঞান)
ক কাফির ● গুনাহগার হবে গ মুশরিক হবে ঘ মুনাফিক হবে

৫৫. জানাযার সালাত কতজন লোক আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হবে? (জ্ঞান)
ক একাধিক ● কিছু সংখ্যক লোক গ বারোজন ঘ একশজন

৫৬. 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ' কখন পড়তে হয়? (জ্ঞান)
ক মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পূর্বে খ মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পরে
গ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর ● মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময়

৫৭. জানাযার সালাত আদায় করা কী? (জ্ঞান)
ক ফরয ● ফরযে কিফায়া গ ওয়াজিব ঘ সুন্নাত

৫৮. জানাযার সালাতে কয়টি তাকবির বলতে হয়? (জ্ঞান)
● চার খ পাঁচ গ ছয় ঘ সাত

৫৯. জানাযা শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? (জ্ঞান)
● আরবি (খ) উর্দু (গ) হিন্দি (ঘ) ফার্সি

৬০. কোন সালাতে রুকু, সিজদা নেই? (জ্ঞান)
(ক) ফজর (খ) যুহর (গ) আউয়াবিন ● জানাযা

৬১. জানাযার সালাত বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
(ক) মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না (খ) মৃত ব্যক্তির জন্য সমবেদনা
● মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া (ঘ) মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করা

৬২. জানাযার সালাত আদায়কারীর জন্য 'এক কিরাত' বলতে মহানবি (স.) কী বুঝিয়েছেন? (অনুধাবন)
(ক) জানাযায় সুন্দর করে কিরাত পড়া ● উহুদ পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব
(গ) একটি মাত্র কিরাত পড়া (ঘ) জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ

৬৩. মোজাহার বাজার থেকে নিজ বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথিমধ্যে এমন একটি সালাত আদায় করল, যাতে রুকু–সিজদাহ নেই। মোজাহারের আদায়কৃত সালাতটি কোন সালাতের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
(ক) সালাতুল ইশরাক (খ) সালাতুল আওয়াবিন
● সালাতুল জানাযা (ঘ) সালাতুত তারাবিহ

৬৪. মাজেদার এলাকায় একজন ইমানদার ব্যক্তি মারা গেল। কিন্তু লোকটি গরিব হওয়ায় কেউই তার জানাযার সালাত আদায় করল না। ইসলামের দৃষ্টিতে এর ফলাফল কী?
এলাকার ইমাম সাহেব গুনাহগার হবে ● এলাকার সবাই গুনাহগার হবে
(গ) এলাকার কেউই গুনাহগার হবে না (ঘ) ওই এলাকায় আলরাহর গজব পড়বে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৫. মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের কর্তব্য হলো– (অনুধাবন)
i. মৃতকে গোসল দেয়া ii. সুগন্ধি মাখানো iii. কবরস্থ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii ● i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬৬. মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের কবরে যেতে হবে– (অনুধাবন)
i. রঙিন কাপড় পরে ii. খালি হাতে iii. সহায় সম্বলহীনভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
মুফতি মাহিদ হোসাইন এক নামাযের ইমাম নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধেন। পরে সানা পড়ে হাত বাঁধা অবস্থাতেই দ্বিতীয় তাকবির দেন। তারপর দরবদ শরিফ পড়ে তৃতীয় তাকবির দেন। তারপর নির্দিষ্ট দোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবির দিয়ে সালাম ফিরান।

৬৭. মুফতি মাহিদের নামাযটি কোন নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
(ক) তারাবিহ (খ) তাহাজ্জুদ (গ) আওয়াবিন ● জানাযা

৬৮. অনুচ্ছেদে মুফতি সাহেবের নামাযটি– (উচ্চতর দৰতা)
i. নফল ii. শুদ্ধ হয়েছে iii. এক কিরাত পরিমাণ সাওয়াব পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii ● ii ও iii

➲ পাঠ ৫ : সালাতুত তারাবিহ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৯. তারাবিহ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
(ক) অতিরিক্ত (খ) অনুগ্রহ ● বিশ্রাম (ঘ) চলমান

৭০. তারাবিহের সালাত আদায় করা কী? (জ্ঞান)
(ক) সুন্নাত (খ) ওয়াজিব (গ) নফল ● সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

৭১. তারাবিহের সালাত মোট কত রাকআত? (জ্ঞান)
(ক) আট ● বিশ (গ) বারো (ঘ) ষোলো

৭২. কখন তারাবিহের সালাত আদায় করতে হয়? (জ্ঞান)
● রমযান মাসে (খ) শাওয়াল মাসে (গ) রজব মাসে (ঘ) মহরম মাসে

৭৩. তাহাজ্জুদের সালাতে বান্দার কী উপকার হয়? (জ্ঞান)
(ক) ধনসম্পদ পাওয়া যায় ● আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়
(গ) বাড়ী ঘর পাহারা দেয়া যায় (ঘ) স্বাস্থ্য ভালো থাকে

৭৪. "রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনার জন্য অতিরিক্ত।" এতে কী প্রমাণিত হয়? (জ্ঞান)
(ক) এটি ফরয (খ) এটি ওয়াজিব ● এটি নফল (ঘ) এটি মাকরুহ

৭৫. তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ কী? (অনুধাবন)
(ক) ভোর রাত ● রাত জাগা (গ) পুণ্যময় (ঘ) অতিরিক্ত

৭৬. তারাবিহের সালাতে প্রতি কয় রাকআত অন্তর বসে বিশ্রাম নিতে হয়? (জ্ঞান) (উচ্চতর দৰতা)
(ক) দুই ● চার (গ) ছয় (ঘ) আট

৭৭. ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কোন সালাত? (জ্ঞান)
(ক) ইশরাকের (খ) আওয়াবিনের (গ) তারাবিহের ● তাহাজ্জুদের

৭৮. আমরা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করব কেন? (অনুধাবন)
(ক) তাহাজ্জুদের সালাত আমাদের ওপর ফরয বলে
● আলরাহর নৈকট্য ও রহমত পাবার আশায়
(গ) তাহাজ্জুদের সালাত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বলে
(ঘ) তাহাজ্জুদের সালাত ব্যতীত জান্নাত অসম্ভব বলে

৭৯. মাওলানা আবুল কাশেম প্রতিদিন মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে ওঠে সুন্নাত আদায় করেন। মাওলানা সাহেবের আদায়কৃত সালাতটির সাথে কোন সালাতের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
(ক) তারাবিহ (খ) ইশরাক ● তাহাজ্জুদ (ঘ) আওয়াবিন

৮০. জনাব আবুল কালাম রমযান মাসে জামাআতের সাথে তারাবিহের সালাত আদায় করেছেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে কী দেবেন? (উচ্চতর দৰতা)
(ক) প্রচুর ধন–সম্পদ দান করবেন ● সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন
(গ) বিনা হিসাবে জান্নাত দেবেন (ঘ) শহিদের মর্যাদা দান করবেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮১. পূর্ণ এক মাস তারাবিহ সালাত জামাআতে আদায়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠে– (অনুধাবন)
i. ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ii. সম্প্রীতি ও সৌহার্দ iii. বিরক্তিভাব ও তিক্ততা
নিচের কোনটি সঠিক ?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮২. তাহাজ্জুদের সালাত– (অনুধাবন)
i. রাতের শেষার্ধে আদায় করা উত্তম ii. আট রাকআত পড়া সুন্নাত
iii. ফজরের পর পড়লেও চলবে
নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মহানবি (স.) ও তার সাহাবিগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফারবক প্রতিদিন মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে ওঠে দুই রাকআত করে মোট আট রাকআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর কয়েকবার দরবদ পাঠ করে অবশেষে বিতরের সালাত আদায় করেন।

৮৩. **ফারুকের আদায়কৃত সালাতটি কোন সালাতের অন্তর্ভুক্ত?** (প্রয়োগ)

ⓚ তারাবিহ ⓚ আওয়াবিন ⓖ ইশরাক ● তাহাজ্জুদ

৮৪. **উক্ত সালাত আদায়ের ফলে ফারুক লাভ করবেন–** (উচ্চতর দৰতা)

i. সামাজিক মর্যাদা ও খ্যাতি ii. পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তা

iii. আলৱাহর নৈকট্য ও রহমত

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ⓚ ii ● iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ৬ : সালাতুল ইশরাক

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৫. **সালাতুল ইশরাক আদায় করা কী?** (জ্ঞান)

ⓚ ফরয ⓚ ওয়াজিব ⓖ সুন্নাত ● নফল

৮৬. **সালাতুল আওয়াবিন আদায় করা কী?** (জ্ঞান)

ⓚ ফরয ● সুন্নাতে যায়িদা ⓖ মুস্তাহাব ⓘ ওয়াজিব

৮৭. **ইশরাক সালাত সর্বোচ্চ কত রাকআত?** (জ্ঞান)

● ৮ ⓚ ৯ ⓖ ১০ ⓘ ১১

৮৮. **কখন সালাতুল ইশরাক আদায় করতে হয়?** (জ্ঞান)

ⓚ আসরের পরে ● ফজরের পরে ⓖ যুহরের পরে ⓘ মাগরিবের পরে

৮৯. **কখন সালাতুল আওয়াবিন আদায় করতে হয়?** (জ্ঞান)

ⓚ ফজরের পর ⓚ আসরের পর ● মাগরিবের পর ⓘ ইশার পর

৯০. **"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।"– এটি কোন সূরার আয়াত?** (প্রয়োগ)

ⓚ সূরা আল–বাকারা ⓚ সূরা আন–নিসা

ⓖ সূরা বনি ইসরাইল ● সূরা আল–আনকাবুত

৯১. **আওয়াবিনের সালাত কয় রাকআত পড়তে হয়?** (জ্ঞান)

ⓚ চার ● ছয় ⓖ আট ⓘ দশ

৯২. **কোন সালাতকে হাদিসে দুহার সালাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে?** (জ্ঞান)

ⓚ যুহর ● ইশরাক ⓖ আওয়াবিন ⓘ তাহাজ্জুদ

৯৩. **মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে কীভাবে?** (অনুধাবন)

ⓚ রমযান মাসে রোযাব্রত পালনের মাধ্যমে

● ধনী–গরিব এক সাথে জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে

ⓖ জাতীয়ভাবে ইসলামি সম্মেলন করার মাধ্যমে

ⓘ বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে

৯৪. **তাহমিদ ফজরের পর সূর্য সম্পূর্ণরূপে ওঠে গেলে দুই রাকআত করে মোট আট রাকআত নামায আদায় করল। তাহমিদের আদায়কৃত নামাযের সাথে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?** (প্রয়োগ)

ⓚ আওয়াবিন ⓚ তারাবিহ ⓖ তাহাজ্জুদ ● ইশরাক

৯৫. **মোতাহার প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পাশাপাশি ইশরাক, আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন?**(উচ্চতর দৰতা)

ⓚ সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা ⓚ মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি

ⓖ পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তা ● আলৱাহর নৈকট্য ও অধিক পুণ্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৬. **ইশরাকের সালাত আদায় করতে হয়–** (অনুধাবন)

i. ফজরের পরে ii. সূর্য সম্পূর্ণরূপে ওঠে গেলে iii. মাগরিবের পরে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৭. **আমরা ইশরাকের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব–** (অনুধাবন)

i. আলৱাহর নৈকট্য লাভের জন্য ii. রাসুলের শাফাআত পাবার জন্য

iii. অধিক পুণ্য লাভের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯৮. **সালাত মানুষকে বিরত রাখে–** (প্রয়োগ)

i. অশরীল কাজ থেকে ii. কষ্টকর কাজ থেকে

iii. খারাপ কাজ থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ৭ : সাওম

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯৯. **সাওম অর্থ কী?** (জ্ঞান)

ⓚ অভুক্ত থাকা ⓚ ভালো কাজ করা ⓖ সুস্থ থাকা

১০০. **সাওম পালন করা কী?** (জ্ঞান)

● ফরয ⓚ ওয়াজিব ⓖ সুন্নাত ⓘ নফল

১০১. **সাওম কত প্রকার?** (জ্ঞান)

ⓚ পাঁচ ● ছয় ⓖ সাত ⓘ আট

১০২. **সাওম কোন ভাষার শব্দ?** (জ্ঞান)

ⓚ ফার্সি ⓚ হিন্দি ⓖ বাংলা ● আরবি

১০৩. **কুরআন নাযিল হয়েছে কোন মাসে?** (জ্ঞান)

ⓚ রজব ⓚ শাবান ● রমযান ⓘ শাওয়াল

১০৪. **সাওম অস্বীকারকারীকে কী বলা হয়?** (জ্ঞান)

ⓚ মুশরিক ⓚ ফাসিক ⓖ মুনাফিক ● কাফির

১০৫. **"সাওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ" বাণীটি কার?** (জ্ঞান)

ⓚ আলৱাহর ● মহানবি (স.) এর

ⓖ আবু বকর (রা.)–এর ⓘ ইমাম আবু হানিফার

১০৬. **ওয়াজিব সাওম কোনটি?** (জ্ঞান)

● মান্নতের সাওম ⓚ রমযানের সাওম ⓖ আশুরার সাওম ⓘ মহৱরমের সাওম

১০৭. **কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার কোনটি?** (জ্ঞান)

● রোযা ⓚ নামায ⓖ হজ ⓘ যাকাত

১০৮. **হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?** (জ্ঞান)

● কুরআনকে ⓚ হাদিসকে ⓖ ইজমাকে ⓘ কিয়াসকে

১০৯. রমযান মাসের রোযা অস্বীকারকারী কাফির হবে কেন? (অনুধাবন)

ক রমযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে
খ রমযানে রোযা রাখা অধিক সাওয়াবের বলে
● রমযান মাসের রোযা ফরয ইবাদত বলে
ঘ রমযানের রোযা অধিক মর্যাদাপূর্ণ বলে

১১০. রোযা পালনের মাধ্যমে অনেক রোগ দূর হয় কেন? (অনুধাবন)

ক রোযার সময় ভালো খাবার খাওয়া হয় বলে
● পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে বলে
গ রোযায় আলরাহর রহমত বর্ষিত হয় বলে
ঘ আলরাহ রোযাদারদের রোগ দূর করে দেন বলে

১১১. সুস্থ থাকা সত্ত্বেও মতিউর রমযান মাসের রোযা পালন করল না। শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকে কী বলা হবে? (প্রয়োগ)

ক মুনাফিক খ মুশরিক ● ফাসিক ঘ কাফির

১১২. মোস্তফা সাহেব একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং ধৈর্য সহকারে রমযান মাসের রোযা পালন করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

ক দুনিয়াতে শান্তি খ প্রচুর ধন–সম্পদ গ সামাজিক মর্যাদা ● আখিরাতে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৩. রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ ত্যাগ করতে পারে– (অনুধাবন)

i. হিংসা–বিদ্বেষ ii. স্নেহ–মমতা iii. ধূমপানে আসক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. সুন্নাত রোযা হলো– (অনুধাবন)

i. আশুরার রোযা ii. আরাফার দিনের রোযা iii. মানতের রোযা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. মাহযাবীন প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে তার রোযাটি– (প্রয়োগ)

i. সুন্নাত রোযা ii. মুস্তাহাব রোযা iii. মাকরূহ রোযা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ● ii গ iii ঘ i ও ii

১১৬. আঞ্জুমান আরা সংসারের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও রমযান মাসের রোযা পালন করেন এবং রাত জেগে তারাবিহের সালাত আদায় করেন। এর ফলে তিনি লাভ করবেন–

i. সামাজিক মর্যাদা ii. রহমত ও মাগফিরাত iii. জান্নাত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৭ ও ১১৮নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাসি নিয়মিত সালাত আদায় করে। রমযানের রোযা যথানিয়মে পালন করে। হাসির ইচ্ছা জীবনে কোনো দিন রোযা বাদ দিবে না। রোযাদারের জন্য পরকালে যে নিয়ামত রাখা আছে, হাসি তা লাভ করতে চায়।

১১৭. হাসিকে কী বলা যাবে? (প্রয়োগ)

● মুত্তাকি খ মুনাফিক গ ফাসিক ঘ মুশরিক

১১৮. এরূপ কাজের ফলে হাসি জান্নাতে প্রবেশ করবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. সালসাবিল নামক দরজা দিয়ে ii. জানজাবিল নামক দরজা দিয়ে
iii. রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ৮ : সাহরি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৯. সাহরি খাওয়া কী? (জ্ঞান)

● সুন্নাত খ নফল গ ওয়াজিব ঘ মুস্তাহাব

১২০. ইফতার করা কী? (জ্ঞান)

ক ফরয খ ওয়াজিব গ মুস্তাহাব ● সুন্নাত

১২১. সাহরি কোন ভাষার শব্দ? (জ্ঞান)

● আরবি খ বাংলা গ হিন্দি ঘ ফার্সি

১২২. সাহারুন শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক যাদু ● ভোর গ শিরদাঁড়া ঘ সাপ

১২৩. রোযার কাফফারার ক্ষেত্রে কতজন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সাথে দু'বেলা খাওয়াতে হয়? (প্রয়োগ)

ক ৩০ খ ৪০ গ ৫০ ● ৬০

১২৪. আমরা সাহরি খাব কেন? (অনুধাবন)

ক সাহরি খাওয়া ফরয বলে খ সাহরি খাওয়া ওয়াজিব বলে
● সাহরি খাওয়া বরকতের কাজ বলে ঘ সাহরি খাওয়া জরুরি বলে

১২৫. ইফতার বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

ক সূর্যাস্তের পূর্বে খেজুর খাওয়া বা পানি পান করাকে
খ সূর্যাস্তের পর খেজুর খাওয়া অথবা পানি জাতীয় কিছু পান করাকে
গ সূর্যাস্তের পূর্বে পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে
● সূর্যাস্তের পর হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে

১২৬. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় ইকবালের পেটে পানি গেল। ইসলামি শরিয়তে এর বিধান কী? (প্রয়োগ)

ক সাওম মাকরূহ হবে খ সাওম সহিহ হবে
● সাওম ভঙ্গ হবে ঘ সাওম কাযা করতে হবে

১২৭. রাহাত সাহেব প্রতি রমযানে রোযাদারদের পরিতৃপ্তি সহকারে ইফতার করান। এতে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

ক সামাজিক মর্যাদা খ অধিক ধন–সম্পদ
গ রাসুলের (স) শাফাআত ● অধিক সাওয়াব (উচ্চতর দৰতা)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৮. সাহরি খাওয়া– (অনুধাবন)

i. স্বাস্থ্যের পরে উপকারী ii. বরকতের কাজ
iii. সাহরি খাওয়া ওয়াজিব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● i ও ii ঘ i, ii ও iii

১২৯. সাওমের কাফফারা – (প্রয়োগ)

i. একাধারে এক মাস রোযা রাখা ii. ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়ানো
iii. একজন গোলামকে আযাদ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আঃ মতিন ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা রাখে না। অথচ তার ওপর রমযানের রোযা ফরয।

১৩০. আঃ মতিনের কাজটি কাসের শামিল? (প্রয়োগ)

ক নিফাকির খ শিরকির ● কুফরির ঘ বিদয়াতির

১৩১. আঃ মতিনের ওপর ফরয হবে– (উচ্চতর দৰতা)

i. কাযা ii. কাফফারা iii. সাদকাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i ও ii

➲ পাঠ ৯ : ইতিকাফ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩২. ইতিকাফ করা কী? (জ্ঞান)

ক সুন্নাত ● সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া

গ নফল ঘ ওয়াজিব

১৩৩. ইতিকাফ পালন করতে হয় কখন? (জ্ঞান)

ক রমযান মাসে খ শাওয়াল মাসে

● রমযানের শেষ দশ দিন ঘ মুহররম মাসে

১৩৪. সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা কী? (জ্ঞান)

ক ফরয ● ওয়াজিব গ সুন্নাত ঘ মুস্তাহাব

১৩৫. সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কত? (জ্ঞান)

ক এক কেজি খ দুই কেজি গ তিন কেজি ● প্রায় পৌনে দুই কেজি

১৩৬. 'ইতিকাফ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক বিরত থাকা খ সংশোধন করা ● অবস্থান করা ঘ বৃদ্ধি পাওয়া

১৩৭. ইতিকাফকারীর মনে আল্লাহর ভীতি সৃষ্টি হয় কেন? (অনুধাবন)

ক ইতিকাফ অবস্থায় একাকী থাকতে হয় বলে

খ মসজিদে একাকী অবস্থান করা ভীতিকর বলে

গ ইতিকাফ অবস্থায় গভীর রাতে জেগে থাকতে হয় বলে

● একাগ্রচিত্তে কয়েকদিন ইবাদত করার ফলে

১৩৮. সাওম পালনের দোষত্রুটি দূরীভূত হয় কীভাবে? (অনুধাবন)

ক যাকাত প্রদানের মাধ্যমে খ দোয়া ও যিকিরের মাধ্যমে

গ ইতিকাফের মাধ্যমে ● সাদাকাতুল ফিতর–এর মাধ্যমে

১৩৯. গরিব–অনাথ লোকেরা ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে কীভাবে?(অনুধাবন)

ক গরিবদের কাজের ব্যবস্থা করলে

খ ঈদের দিনে গরিবদের খাদ্য খাওয়ালে

গ ঈদের দিনে গরিবদের সাথে কোলাকুলি করলে

● গরিবদের মাঝে সাদাকাতুল ফিতর বিতরণ করলে

১৪০. কালাম সাহেব রমযানের শেষ দশ দিন সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ অবস্থানকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)

ক ইশরাক খ ইত্তিসাল ● ইতিকাফ ঘ ইহতিসাব

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪১. ফরহাদ ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করেন। এর ফলাফল – (উচ্চতর দৰতা)

i. সাওমের দোষত্রুটি দূরীভূত হয় ii. গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়

iii. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪২. ইতিকাফকারী বেঁচে থাকে– (অনুধাবন)

i. অনর্থক কথাবার্তা থেকে ii. আলরাহর যিকির থেকে

iii. যাবতীয় পাপ থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৩. সাদাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য হলো– (অনুধাবন)

i. রোযার ত্রুটি–বিচ্যুতি সংশোধন ii. আলরাহর সন্তুষ্টি লাভ

iii. সামাজিক মর্যাদা লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৪. সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ মাথাপিছু– (অনুধাবন)

i. নিসফু সা ii. পৌনে দুই কেজি গম বা যব

iii. পৌনে তিন কেজি গম বা যব

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জনাব কাশেম প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতিকাফ করেন। তিনি দুনিয়ার সকল কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে আলরাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন।

১৪৫. কার আদর্শের সাথে জনাব কাশেমের আমলটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক ইমাম আবু হানিফা (র.) খ ইমাম বুখারি (রা.)

গ হযরত আবু বকর (রা.) ● মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)

১৪৬. এরূপ আমলের কারণে জনাব কাশেম লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলরাহর রহমত ও মাগফিরাত ii. সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা

iii. আলরাহ তাআলার সন্তুষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পাঠ ১০ : সাওমের (রোযার) নৈতিক শিক্ষা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৭. ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত কোনটি? (জ্ঞান)

● রোযা খ সালাত গ সাদকা ঘ কুরবানি

১৪৮. ধৈর্য মুমিনের একটি– (জ্ঞান)

ক হাতিয়ার ● বৈশিষ্ট্য গ পোশাক ঘ চামড়া

১৪৯. সংযমের শিক্ষা দেয় কে? (জ্ঞান)

● সাওম খ যাকাত গ হজ ঘ ফিকার

১৫০. মনের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব কাসের মাধ্যমে? (জ্ঞান)

ক রাগ খ হিংসা ● ধৈর্য ঘ গিবত

১৫১. নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কোনটি? (জ্ঞান)

ক হজ খ যাকাত গ ইবাদত ● রোযা

১৫২. মনকে সংযত করাকে কী বলে? (জ্ঞান)

ক লোভ খ হিংসা ● সহিষ্ণুতা ঘ সাওয়াব

১৫৩. সমাজে অনাচার, কোন্দল, কলহ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে কেন? (অনুধাবন)

ক শান্তি না থাকার কারণে খ অর্থের অভাব থাকার কারণে

● স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ঘ প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে

১৫৪. মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন কেন?(অনুধাবন)

ক সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য

খ পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য

গ রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য

● জীবনের সবৰেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য

১৫৫. মনের কুপ্রবৃত্তিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব? (অনুধাবন)

ক সহমর্মিতার মাধ্যমে খ সহযোগিতার মাধ্যমে

গ সহঅবস্থানের মাধ্যমে ● সহিষ্ণুতার মাধ্যমে

১৫৬. ধনী ও গরিবের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা কীভাবে বৃদ্ধি পায়?(অনুধাবন)

ক যাকাত আদায়ের মাধ্যমে খ সালাত কায়েমের মাধ্যমে

● রোযা পালনের মাধ্যমে ঘ হজ করার মাধ্যমে

১৫৭. জাহাঙ্গীর সাহেব রমযান মাসে গরিব, অসহায় ও ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য ও বস্ত্র দান করেন। এরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে তার কোন নৈতিক গুণটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

ক সহিষ্ণুতা খ সংযম গ সত্যবাদিতা ● সহমর্মিতা

১৫৮. জাফর একজন ইমানদার ব্যক্তি। তিনি ধৈর্য সহকারে একমাস সিয়াম পালন করেন। এর ফলে তিনি কী লাভ করবেন? (উচ্চতর দৰতা)

ক আরাফ ● জান্নাত গ সিরাত ঘ কাউসার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৯. রোযার নৈতিক শিক্ষা হলো– (অনুধাবন)

i. সংযম ii. সহমর্মিতা iii. সহিষ্ণুতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

১৬০. রোযা বিরত রাখে– (অনুধাবন)

i. ইবাদত থেকে ii. অস্থিরতা থেকে iii. স্বেচ্ছাচারিতা থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii ● iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬১ ও ১৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফারিয়া নিয়মিত গরিবকে দান-সাদকাসহ আরও অনেক ভালো কাজ করেন। গরিব রোগীদের সেবা করা তার অন্যতম গুণ।

১৬১. ফারিয়ার চরিত্রে কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)

ক সংযম ● সহমর্মিতা গ সহিষ্ণুতা ঘ সত্যবাদিতা

১৬২. এরূপ কাজের ফলে পরকালে তিনি লাভ করবেন– (উচ্চতর দৰতা)

i. আলরাহর সন্তুষ্টি ii. অধিক সাওয়াব iii. সামাজিক সম্মান

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ **মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**